স্যন্দন পত্রিকা ৪
বিশেষ ক্রোড়পত্র
আগরতলা, ৯ মার্চ, শনিবার, ২০১৯

মেধার বিকাশেই আমরা ব্রতী

তিনের পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতায় আসার পর গত বছরের শেষ দিকে তিনটি জাতীয় আসরের আয়োজন সফলভাবে রূপায়িত করেছে। এর মধ্যে উত্তরপূর্ব যুব উৎসব রাজ্যের ইতিহাসে সর্বকালের এক নয়া রেকর্ড গড়ে। উত্তরপূর্বের যুব সম্প্রদায়কে রাজ্যে এনে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। গোটা রাজ্যেই এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ছিল বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস। উৎসবের শেষদিনে 'অলকা নাইট'কে কেন্দ্র করে আস্তাবলের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান যুবাদের সাথে রাজ্যের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণে মিলন মেলার রূপ নেয়। এই ধরনের প্রয়াস বিগত দিনে কোন সময়ই দেখা যায়নি।

এছাড়া রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর একই সঙ্গে জাতীয় স্কুল স্তরে দুটি আসরের সফল আয়োজন ছিল সরকারের ক্রীড়া ক্ষেত্রে এক বিশাল সাফল্য। অনূর্ধ্ব ১৭ বছরের জাতীয় স্কুল বালিকা বিভাগের ফুটবলের আয়োজনের সাথে ত্রিপুরা দলের ভারত সেরা হওয়া রাজ্যকে গর্বিত করেছে। সেইসাথে অনূর্ধ্ব ১৪, ১৭ ও ১৯ বছরের তিনটি বিভাগে জাতীয় স্কুল জিমন্যাস্টিক্সও সাফল্যের সঙ্গেই রাজ্য সরকার শেষ করেছে। রাজ্যের বাইরে থেকে আসা অতিথিরা সকলেই রাজ্যেই এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। আগামীদিনেও রাজ্য সরকার এই দিশাতেই কাজ করে যাবে।

জাতীয় গেমসের দাবি ঃ

রাজ্যে নয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরায় জাতীয় গেমসের আয়োজনের দাবি জানানো হয়েছে। এই দাবীতে প্রাথমিক সম্মতি দিয়ে কেন্দ্র সরকার রাজ্যের কাছে বাজেট চেয়ে পাঠিয়েছে। জাতীয় গেমসের আয়োজন হলে রাজ্যে ক্রীড়া কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আসবে। মনিপুর পারলে কেন ত্রিপুরায় জাতীয় গেমস হবে না? সব মিলিয়ে আগামীদিনে রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে সদর্থক মনোভাব নিয়েই সরকার এগিয়ে যাবে। বিগত এক বছরেই এর প্রমাণ সরকার দিয়েছে।

মর্যাদায় সবার প্রতিষ্ঠা চাই

তিনের পৃষ্ঠার পর

করে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পাঠায়। এখন এবিষয়টিকেই স্মরণ করে আমরা গ্রামস্তরের ভূমি বন্দোবস্ত কমিটিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মহকুমা স্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে কমিটি গঠন করে দেওয়া হবে। এতে জটিলতা অনেকটাই কমে যাবে এবং বিষয়টি হবে রাজনীতি মুক্ত।

প্রঃ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় আপনি একজন সদস্য। এ এক বছর সময়ে কি আপনি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পেরেছেন?

উঃ অবশ্যই। শুধুমাত্র পলিসি তৈরি করা সংক্রান্ত বিষয়টিই মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। গতানুগতিক প্রশাসনিক কাজ কর্মের ব্যাপারে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ থাকে না।

প্রঃ 'পুইলা জাতি-উল পার্টির' স্লোগান কি আপনাদের রাজনৈতিক ভিতকে নাড়িয়েছে?

উঃ প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে কোন ইস্যু থাকলেই রাজ্যে এসে হই চই করতে দেখা যায়। ৩৬৫ দিন তার রাজ্যে থাকা উচিত। তিনি বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব সামলেছেন এবং সামলাচ্ছেন। তাঁর এই 'পুইলা জাতি - উল পার্টি' স্লোগানকি তার দল অনুমোদন করেছে? আগে জাতি পরে পার্টি স্লোগানটি মুখরোচক। কিন্তু একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের এরকম স্লোগান তোলার বিষয়টি তার দলের অনুমোদন সাপেক্ষ হওয়া উচিত। এই অনুমোদনের অভাব এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মহারাজের এই স্লোগান যেমন দ্বিচারিতায় পূর্ণ তেমনি মানুষকে বিভ্রান্ত করারও রয়েছে প্রয়াস। কি উদ্দেশ্যে এই স্লোগান? রাজ পরিবারের গরিমাকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতি করছেন মহারাজ। আইএনপিটি, এনসিটি নেতারাতো নিজেদের পরিচয় দিয়েই ভাষণ রেখেছিলেন গত ৩০শে জানুয়ারি। শুধু দলীয় পতাকাটা ছিলো না। তবে এই মুভমেন্টটি কিভাবে অরাজনৈতিক হলো? রাজ পরিবারের প্রতি মানুষের সম্মান রয়েছে বলেই তার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি সঠিক পথ নির্দেশ দেখাতে না পারেন তাহলে আপনাকে সম্মান দেবে ঠিকই কিন্তু হেমলিনের বাঁশির মতো বাজালেই লোক আর যাবে না। কার্যত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি এরকম কর্মসূচি বাস্তবায়িত করছে।

প্রঃ আপনারা যে মডালিটি কমিটির প্রতিশ্রুতি পেয়ে নির্বাচনের আগে বিজেপি'র সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন সেই কমিটির কার্যবিধি কোন্ পর্যায়ে রয়েছে?

উঃ মডালিটি কমিটির প্রস্তাব আইপিএফটি'র দাবি প্রসূত। আমরা কেন পৃথক রাজ্য চেয়েছি তার বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় এনডিএ সরকারের কাছে তুলে ধরেছি। সেগুলি বিবেচনার জন্যই এই মডালিটি কমিটি। দাবির যৌক্তিকতা বিবেচনা করার জন্য গত বছরের ২৩শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে ১২ জনের একটি কমিটি গঠন করে। তারা গত ১১ ও ১২ অক্টোবর রাজ্যে আসে। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এনজিওদের বক্তব্য তারা শুনে যান। এর ভিত্তিতে মডালিটি কমিটি রাজ্য সরকারের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন। আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে নিয়ে মতামতগুলো মন্ত্রিসভার অনুমোদন ক্রমে কমিটিকে দিয়ে দিয়েছি। এখানে উপজাতিদের অসন্তোষ নিরসনের জন্য দপ্তরগুলি নিজস্ব অভিমত জানিয়েছে। ৫৪টা প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সেই প্রস্তাবে বিভিন্ন প্রজেক্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য টোটাল বাজেটারি প্রভিশান রাখা হয়েছে ৮ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকা। শুধুমাত্র জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য। এখন বিষয়টি কমিটির বিবেচনায় রয়েছে।

প্রঃ জনজাতিদের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের মানসিকতা কী?

উঃ রাজ্য সরকারের জনজাতিদের উন্নয়ন পলিসি সামগ্রিকভাবেই যাতে একটাও উপজাতি পরিবারও আর বঞ্চিত না থাকে। সবধরনের উন্নয়নমূলক কাজে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ পলিসিকে ভিত্তি করে বর্তমান সরকার জুমিয়া, ভূমিহীন, গৃহহীন জনজাতিদের জমিরপাট্টা, যেটা আগের সরকারই শুরু করেছিল এগুলোকে সুসংহত করে আমরা প্রতিটি পাট্টা প্রাপকদের জমি বুঝিয়ে দিয়ে জমি জরিপ করে প্রকৃত মালিকানা তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গোটা প্রক্রিয়াই হচ্ছে আইনি দিকটিকে মাথায় রেখে। প্রতিটি বন্দোবস্ত প্রাপক পরিবারকে একটি করে থাকার ঘর দিচ্ছি। তৃতীয়ত ২ লক্ষ টাকা করে তাদের অনুদান দিচ্ছি। যাতে তারা ফসল ফলিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

'এই পরিবর্তন সামায়িক'

ভূপাল চক্রবর্তী

দীর্ঘ ২৫ বছরের লাগাতর বাম শাসনের অন্যতম অংশীদার ছিলেন তিনিও। দল, প্রশাসন এবং সংগঠনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার বিচরণ ছিলো। সংগঠন এতটাও দুর্বল হয়ে যায়নি যে ৫০ থেকে একেবারে ১৬তে নেমে আসবে বামফ্রন্ট। কিন্তু গত বছরের মার্চ মাসটি কার্যত তাদের জন্য সেই দুঃস্বপ্নের মাস ছিল। কিভাবে হারলেন, নতুন সরকারের ভূমিকাই বা কি, বিরোধীরা এই একবছর সময়ে কোন অবস্থায় রয়েছে এসংক্রান্ত আলোচনায় স্যন্দন প্রতিনিধির সঙ্গে সরাসরি সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী।

প্রঃ মার্চ মাসটা কি এখনও দুঃস্বপ্নই মনে হয়। এক বছর সময়ে হারের মূল্যায়ন করলেন?

উঃ বিজেপি-আইপিএফটি যে জোট সরকার তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি বা শক্তি সেরকম ছিলো না। অর্থাৎ বামফ্রন্টের মতো একটা সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিকে হারাবার পুঁজি তাদের ছিলোনা। সেরকম আন্দোলনও ছিলোনা। সেরকম রাজনৈতিক বাতাবরণও তৈরি হয়নি, যে এমন একটা ঘটনা হয়ে গেলো - যে কারণে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে একটা জোয়ার তৈরি হয়ে গেলো। জয়প্রকাশ নারায়ণের ক্ষুদ্র সংস্করণও রাজ্যে ছিলোনা। কিন্তু ঘটনা কোন মেনুপুলেশন বা ১৯৮৮'র মতো জবরদখল ছাড়াই ৬০টি আসনের মধ্যে বিজেপি-আইপিএফটি ৪৪টি আসন জিতেছে। ভোট পেয়েই তারা ক্ষমতায় এসেছে। আসার পেছনে কারণ হলো প্রথমত, দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনের বিরুদ্ধে রাজ্যে একটা অ্যান্টি ইনকামবেন্সি (প্রতিষ্ঠান বিরোধী) হওয়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যদিও বাম আমলে সারা দেশের মধ্যে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল ত্রিপুরা। তা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত পরিবারে এই অ্যান্টি ইনকামবেন্সি জেঁকে বসেছিল। এরকম একটা মোক্ষম জায়গায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিজেপি আঘাত বসিয়েছিল। যে বিজেপি তিনটি রাজ্যে নিজেদের সরকার হারিয়েছে তারা ত্রিপুরায় বামফ্রন্টকে হারাতে সক্ষম হয়েছে। কারণ ছোট রাজ্য, দ্বিতীয়ত অ্যান্টি ইনকামবেন্সি, সেই জায়গাতে ককটেল বানিয়ে সাজানো হলো ভিশন ডকুমেন্ট। প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শাসকদলের সভাপতি এসে এই লোভনীয় প্রতিশ্রুতিগুলি দিলেন। ৭ম বেতন কমিশন,

নূন্যতম মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি ওয়াদা করছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নিজে। আসলে ভোটটা হলো ৭ দিন ভোলানোর জন্য। তবেই কেল্লাফতে।

প্রঃ সরকারের একবছর সময় কালকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উঃ এই সরকার একটা টোটাল নন পারফর্মিং গভর্মেন্ট। তার যে কমিটমেন্ট এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এ সরকার এমনকি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও টের পাচ্ছে যে তারা প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত করবেন না। এবং এটা করা মুশকিল। করা যায়না। মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছে। আপনি বাজারে যান সবাই বলছে আমরা ভুল করেছি। খুব তাড়াতাড়ি সত্য বেরিয়ে আসবে। নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য এই অবস্থায় বাক্ শক্তিকে রুদ্ধ করা, গণতান্ত্রিক বাতাবরণকে সংকুচিত করার চেষ্টায় নেমেছে সরকার। আমাদের জনসভা করার জন্য পর্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রশাসন পারমিশান দিচ্ছে না। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে এরকম ভাবে বিরোধীদের কাজকর্মে বাধা আনা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের যে মিটিং বিকেল ৩টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত। সেই মিটিংয়ে পরিষ্কার বলেছে কোন পারমিশান দেবেন না।

প্রঃ কোনো পলিটিকাল পার্টিকে পারমিশান না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, ওই মিটিংয়ে?

উঃ বলছে - না, এরকম দেওয়া যাবে না।

প্রঃ মানে পলিটিক্যাল মুভমেন্টের জন্য পুলিশ পারমিশান দেবে না?

উঃ সব বলেনি। অর্থাৎ এরকম ইয়ে এগুলি যদ্দুর কম পারেন করুন। একটা চিফ মিনিস্টার যদি ওসি লেবেলের অফিসারকে বলে এবং আমার কাছে যেটা রিপোর্ট এক এসপি, নাম বলবো না, তিনি তখন একটু বলছিলেন, স্যার আমাদের কাছে তো সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি সেইম। আমাদের তো দিতে হবে। এক্স চাইলেও দিতে হবে ওয়াই চাইলেও দিতে হবে। আমরা কোনো ধরনের বৈষম্য করতে পারবো না। সে এসপিকে এমনভাবে তাকে এতগুলি অধস্তনের সামনে অপমান করা হয়েছে ওই মিটিংয়ে। এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে আসছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকেও দুইবার বলেছি যে, আপনি রাজ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকারের জায়গায় রয়েছেন। আপনি দলেরও মুখ্য, সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে যে বর্তমান সময়ের আইন শৃঙ্খলাহীন পরিস্থিতি। উনি বলছেন যে না আমি ছাড়বো না কাউকে। আমি সমস্ত এসপি'দেরকে কড়া ভাষায় বলি। আমি বললাম ঠিক আছে। একটা পাবলিক স্টেটম্যান্ট দিন না।

প্রঃ এ এক বছর সময়ে আপনাদের রাজনৈতিক আন্দোলন কোন পর্যায়ে?

উঃ কোথায়? সেদিনও কল্যাণপুরে গিয়ে আমাদের পার্টি অফিসকে লক্ষ্য করে সমবেত হয়ে আমাদের আটকানোর চেষ্টা হলো। স্লোগান দেওয়া হয়েছিল স্বচ্ছ ভারত অভিযান জিন্দাবাদ, দেশদ্রোহী নিপাত যাক। আমাদের ভয় পাওয়ানোর উদ্দেশ্যে করলেও কার্যত তারা নিজেরাই ভয় পাচ্ছেন। কর্মসূচি রূপায়নে যে বিপরীত পথে হাঁটছেন, সবটা মিলিয়ে সচেতন মনে না হলেও অবচেতন মনে তারা বুঝতে পারছেন যে দিন আসছে। গত এক বছরে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা যেভাবে বেড়েছে তা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি। এখনও থামার কোন লক্ষণ নেই।

প্রঃ সিপিআইএম কতটা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে? আপনাদের সংগঠন কোথায়?

উঃ একটা পাগলা কুকুর যদি ঘরে ঢুকে তখন বাড়ির লোক রুটিন কাজও সাময়িকের জন্য স্থগিত করে রাখে। এর মানে এই নয় যে একটা পাগলা কুকুর বাড়ির লোকজনদের চাইতেও ক্ষমতাশালীন। রাজ্যের বর্তমান অবস্থাটা তাৎক্ষণিক। এরকমটা আগে ছিল না। আইনের শাসন যখন অনুপস্থিত থাকে তখন এমনই হয়। আমরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। মানুষও নিজেদের ভুল বুঝতে পারছেন।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের ২০১৮-১৯ বর্ষের কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- বিজ্ঞানকে ছাত্রছাত্রী, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক আন্তস্কুল নাটক প্রতিযোগিতা, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য - জুনিয়র গণিত অলিম্পিয়াড, গণিত দিবস উদ্যাপন, শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস, পেটেন্ট বিষয়ে সচেতনতা মূলক কর্মশালা ইত্যাদি কর্মসূচিগুলি জেলা, মহকুমা ও রাজ্য স্তরে রূপায়ণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞান প্রসারের সাথে যৌথ উদ্যোগে Science Connect প্রকল্প সম্পাদন করা হয়েছে।
- সুকান্ত একাডেমীতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ন্যাশনেল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম, ভারত সরকার এর সহযোগিতায় নতুন 'ইনোভেশন হাব তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-বিজ্ঞান ভিত্তিক চলচ্চিত্র উৎসব, আকাশ পর্যবেক্ষণ, জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক উপাদান হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ও এন জি সি, ত্রিপুরা প্রকল্পের আর্থিক সাহায্যে ডুকলি ব্লকের ব্রজেন্দ্রনগরে একটি জৈব গ্রাম গড়ে তোলা হয়েছে। গ্রামের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৪০টি নির্বাচিত পরিবারের মধ্যে বায়োটেক কিট এবং ২০ জন মহিলা বেনিফিসিরিয়ারিদের মধ্যে মাশরুম চাষের উপকরণ বিতরণ করা হয়। এই বায়োটেক কিটের মধ্যে রয়েছে জৈবসার, জৈব কীটনাশক, জৈব রোগনাশক ও একটি স্প্রে মেশিন। এছাড়াও ১০ জন বেনিফিসিয়ারিদের মধ্যে ১০টি বায়োগ্যাস ইউনিট স্থাপন করা হয়।
- সারা রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে ২৬ হেক্টর জমিতে উন্নতমানের টিস্যু কালচার এবং সাকার থেকে সবরিকলার চারা রোপন করা হয়েছে। ICAR, লেম্বুছড়াতে ৭০ জন কৃষক নিয়ে কর্মশালা করা হয়েছে।
- ১০.০৮ হেক্টর জমিতে পুষ্টিকর, ভেষজ ও সব্জী ফসলের চাষ করা হয়েছে।
- মহাকাশ প্রযুক্তির সহায়তায় বন্যা বিপর্যস্ত এলাকার মানচিত্র, রাজ্যের ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের উৎসগুলির একটি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে।
- রাজ্যে জেলাস্তর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকির পরিমান করা হয়েছে।
- আমবাসা, মানিক ভাণ্ডার, হালাহালি এবং কমলপুরের ধলাই নদীর জলের গুণমান পরীক্ষা করা হয়েছে।
- উদয়পুরে মহারাণী ব্রিকইন্ডাস্ট্রি এলাকায় প্রাক বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী সময়ে বায়ুর গুণমান সমীক্ষা করা হয়েছে।

  পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১০৯টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা বর্জ্যের (Bio-medical Waste) পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে।
- ১০৫০টি ইকো ক্লাবের সাহায্যে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক

স্বচ্ছ ভারত
এক কদম স্বচ্ছতা কী ওর

স্বচ্ছতাই সেবা

TRIPURA

নদীর জলদূষণ রোধে নিম্নলিখিত বিধিগুলি মেনে চলুন

- ➤ নদীতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ও অন্যান্য আবর্জনা ফেলবেন না।
- ➤ নদীর ধারে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করবেন না।
- ➤ নদীর জলে গবাদিপশু স্নান করাবেন না।
- ➤ নদীর পার্শ্ববর্তী কৃষিজমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করুন।
- ➤ নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানের লেট্রিনের আউটলেট সরাসরি নদীতে ছাড়বেন না।
- ➤ মৃত গবাদি পশুপাখি নদীতে ফেলবেন না।
- ➤ নদীর পাড় ভাঙ্গন রোধে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার গাছপালা কাটা থেকে বিরত থাকুন।

আসুন আমরা সবাই মিলে নদীর স্বচ্ছতা বজায় রাখি।

ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ